প্রকাশকের নিবেদন

প্রাচীন ভারতের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ ভরতরচিত নাট্যশাস্ত্র। নাট্যশাস্ত্র শুধু নাটকের নয়—অভিনয়শিল্প, নৃত্য, সঙ্গীত ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কেও একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক রচনা। পরবর্তী বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল উৎস।

আক্ষেপের বিষয়, এই গ্রন্থের মূল দুষ্প্রাপ্য। এতকাল এই গ্রন্থের কোন বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয় নি। আধুনিক শিক্ষাজীবনে এই গ্রন্থের একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেককাল থেকেই অনুভব করছিলাম। আধুনিক নাট্যশিল্পের এই ক্রমবিকাশের যুগে অসংখ্য নাট্যানুরাগীও রয়েছেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্বাচিত; এছাড়া দেশের ফিল্ম ইনস্টিট্যুটগুলিতেও পাঠ্য-সূচীর অন্তর্গত। ভরত নাট্যশাস্ত্র সর্ববিধ প্রয়োগ-কলার উৎসভূমি। তাই এই গ্রন্থ প্রকাশনার গুরুত্ব বিবেচনায় যথাযোগ্য প্রস্তুতির আয়োজন অনেকদিন থেকেই চলছিল।

দীর্ঘকাল পরে আমাদের পরিকল্পনা সার্থক রূপ নিয়েছে। টীকা, ভাষ্য ও বাঙ্‌লা অনুবাদ সমেত ভরতের নাট্যশাস্ত্র আমরা প্রকাশ করলাম।

পরিকল্পনার দিক থেকে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। সমগ্র নাট্যশাস্ত্র প্রকাশিত হবে চারটি খণ্ডে। প্রত্যেক খণ্ডেরই পরিশিষ্টাংশে আমরা কিছু কিছু রচনা সংযোজিত করবো স্থির করেছি। এই সব রচনা মনীষীদের লেখা। সংগ্রহ করতে হয়েছে প্রাচীন পত্র-পত্রিকা থেকে; যেখানে তা পারি নি, আমাদের লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন আধুনিককালের নাট্যরসিক ও নাট্যকলাভিজ্ঞ লেখকগণ। এই সকল রচনা প্রকৃতপক্ষে নাট্যশাস্ত্র প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ—শাস্ত্রার্থ বোধে প্রদীপ শিখা।

আমাদের বিশ্বাস, দীর্ঘকালের একটি জাতীয় অভাব আমরা পূরণ করতে পেরেছি। আশা করি সুধিজন সাদরে একে গ্রহণ করবেন। এই অভিযানে ঘনিষ্ঠ সহায়করূপে পেয়েছি নাট্য-আন্দোলনের নিরলস কর্মী বন্ধুবর শচীন্দ্র ভট্টাচার্যকে। তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন। এই খণ্ডটি প্রকাশনায় বন্ধুবর দিলীপ দে চৌধুরী ও সনৎকুমার গুপ্তের নামও বিশেষভাবে স্মরণ করি।

সম্পাদকের নিবেদন

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র অনুবাদে পাঠকসাধারণের সুবিধার জন্য কথ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক; কিন্তু স্থানে স্থানে অর্থ-বোধে সহায়তার জন্য কিছু কিছু শব্দ বন্ধনীতে লিখিত হয়েছে। কোন কোন স্থলে ভাষার স্বচ্ছন্দগতির জন্য অনুবাদ আক্ষরিক করা হয় নি।

অনুবাদে বহু পারিভাষিক শব্দ আছে। এইগুলির মধ্যে যে সকল শব্দ নির্দেশিকায় আছে, তাদের অর্থ 'নাট্যশাস্ত্রে'রই সংশ্লিষ্ট স্থলে আছে বলে পাদটীকায় ঐ শব্দগুলির অর্থ লিখিত হয় নি; শুধু স্থলনির্দেশ করা হয়েছে। যে সকল কঠিন বা পারিভাষিক শব্দ নির্দেশিকায় নেই, সেগুলির অর্থ পাদটীকায় লিখিত হয়েছে। যে সকল শব্দের একাধিক অর্থ আছে, ঐ শব্দগুলিকে অনুবাদে রেখে পাদটীকায় ঐগুলির সব অর্থ লিখিত হয়েছে, যাতে পাঠক ঠিক অর্থটি নির্বাচন করতে পারেন। সম্ভবপর স্থলে প্রসঙ্গের উপযোগী অর্থ যথারীতি লিখিত হয়েছে। শব্দের অর্থনির্ধারণে অভিনবভারতী স্থলবিশেষে অনুসৃত হয়েছে।

অনুবাদে নৃত্ত বোঝাতে পাঠক-সাধারণের বোধসৌকর্যার্থে নৃত্য শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। কাব্য শব্দে সাধারণত দৃশ্যকাব্য বা নাট্য বোঝান হয়েছে।

বর্তমানে 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র পঠন পাঠন সঙ্গীত জগতে প্রচলিত। সুতরাং, 'নাট্যশাস্ত্রোক্ত' যে সকল বিষয় ঐ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, অনুবাদে সেগুলির স্থলনির্দেশ দেওয়া গেল।

সাহিত্যদর্পণের নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ব্যাপকভাবে পঠিত হয়। 'দশরূপক' নামক গ্রন্থেরও অধ্যয়ন নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আছে। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রোক্ত যে সকল বিষয় এই দুই গ্রন্থে আছে এদের মধ্যে সেইগুলির স্থলনির্দেশ দেওয়া গেল।

অবতরণিকায় নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ক যাবতীয় প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের খুঁটিনাটি পাঠ করে মর্মোপলব্ধি করার সময় বা সুযোগ সকলের হয় না। পাঠকের সুবিধার জন্য প্রতি অধ্যায়ের সারসংকলন দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদের প্রতি খণ্ডের শেষে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির নির্দেশিকা আছে। শেষ খণ্ডের অন্তে 'নাট্যশাস্ত্রে'র মূলের সংস্করণ, অনুবাদ ও এই গ্রন্থ সংক্রান্ত বিবিধ

বিষয়ের আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থসমূহের উল্লেখ আছে। তাছাড়া, নাট্যকলা সংক্রান্ত বিবিধ সংস্কৃত, ইংরেজী গ্রন্থ এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলীর তালিকাও দেওয়া হয়েছে।

'নাট্যশাস্ত্র' সম্বন্ধে যে সকল পূর্বসূরির গ্রন্থ, প্রবন্ধাদি সম্পাদক ও অনুবাদক গণের সহায়ক হয়েছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদভাজন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ডঃ কীথের Sanskrit Drama, সুশীলকুমার দে মহাশয়ের Sanskrit Poetics, নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন সংস্করণ, নাট্যশাস্ত্রের মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কৃত ইংরেজী অনুবাদ ইত্যাদি।

কালিদাসের ভাষায় বলি—আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।